[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

করোনাভাইরাসের মতো সরকার জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে: রিজভী

করোনাভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

সোমবার নয়াপল্টনে বিএনপি’র কেন্দ্রীয় কার্যালয় ভিডিও কনফারেন্সে তিনি এসব কথা বলেন।

রুহুল কবির রিজভী বলেন, সরকার চলছে হুকুমবাদের মনোভাব ও বাধ্যকরণের নীতির বাস্তবায়নের মাধ্যমে। তাদের আর একটি প্রধান নীতি হচ্ছে জনগণকে বশ মানাতে বলপ্রয়োগ করা। সরকারের অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে গ্রামে গ্রামে নীরবে ছড়াচ্ছে করোনাভাইরাস। ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশই এখন কোভিড-১৯ ভাইরাসের দখলে। ঢাকার পরিস্থিতি ভয়াবহ ও বিপজ্জনক।

করোনার অভিঘাতে দেশব্যাপী প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে। অর্থনীতির চাকা স্তিমিত, আমদানীর পাশাপাশি রফতানী আরও আশঙ্কাজনক হারে কমছে, ধসে গেছে রেমিটেন্স। করোনার কারণে চাহিদা ও ভোগ হ্রাস পাওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়েছে জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ। মধ্যবিত্ত ও নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং নিম্ন আয়ের মানুষদের চোখে সর্ষে ফুল দেখার দশা। এর ওপর ফ্যাসিবাদের অবয়ব চূড়ান্ত রুপ ধারণ করেছে।

তিনি বলেন, সরকার তাদের সৃষ্ট শূন্যভান্ডার পূরণ করতে মধ্যবিত্ত থেকে শুরু করে নিম্ন আয়ের মানুষের গলায় ছুরি বসিয়ে টাকা আদায় করছে। করোনা মহামারীর এই প্রলয়ংকারী দুর্যোগের সময় সুষ্ঠু ভোটে নির্বাচিত দায়িত্বশীল সরকার থাকলে বিদ্যুৎ বিল মওকুফ, বাড়ি ভাড়ার বিষয়ে সহায়তা করা, বিনামূল্যে করোনা চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে সহায়তা করতো।

বিএনপি’র সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব বলেন, করোনা ভাইরাস যেমন মানুষের নি:শ্বাস বন্ধ করে দেয় ঠিক তেমনিভাবে সরকারও জনগণের শ্বাস চেপে ধরেছে। সরকার এতোটাই নির্বিবেক ও বেপরোয়া যে, হরিলুট হওয়া সরকারী অর্থের ঘাটতি পূরণে গরীব মানুষের শরীর থেকে রক্ত টেনে নিচ্ছে।

এই করোনাকালে আমরা বেশ কয়েকজন মানবিক বাড়ীওয়ালা দেখেছি যারা ভাড়াটিয়াদের বাড়ীভাড়া মওকুফ করে দিয়েছেন। আবার অনেক বাড়ীওয়ালা ভাড়াটিয়াদের সাথে করছে নির্দয় আচরণ। ভাড়াটিয়ারা খুবই আতঙ্কের মধ্যে আছে, কখন তাদেরকে বাসা থেকে বের করে দেয়। সরকার বিদ্যুৎ-গ্যাসের দাম বৃদ্ধিতে বাড়ীওয়ালারাও ভাড়াটিয়াদের কাছ থেকে নানাভাবে মাশুল আদায় করছে অন্যায়ভাবে। যারা ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহিতা তাদের সুদ মওকুফের ঘোষণা দেয়া হলেও নির্দয়ভাবে সুদ আদায় করা হচ্ছে।

এই সরকার দেউলিয়া হওয়া অর্থনীতি সচল রাখার জন্য স্বল্প আয়ের মানুষদের মাটির সাথে মিশিয়ে দিচ্ছে। বর্তমান দুর্নীতি-বান্ধব সরকার দেশের ভঙ্গুর অর্থনীতি, করোনার আঘাতে দেশের বেহাল দশা ও প্রায়-দুর্ভিক্ষাবস্থা ঠেকাতে ‘কোড অব সাইলেন্স’ প্রয়োগ করছে। অসহায় মানুষকে নীরবে সইতে হচ্ছে ক্ষুধা ও জুলুমের যন্ত্রণা। অসম্ভব হয়ে পড়েছে মানুষের জীবন-যাপন। সুত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

‘বিএনপির ত্রাণকাজে বাধার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা’

বিএনপির ত্রাণকাজে বাধা দেয়ার অভিযোগ সত্য হলে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সোমবার তার সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংকালে তিনি এ কথা জানান।

এর আগে রোববার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে বিএনপি মহাসচিব

মির্জা ফখরুল ইসলাম অভিযোগ করেন, করোনা মহামারীর মধ্যে গরিব ও ছিন্নমূল মানুষের মাঝে ত্রাণসামগ্রী বিতরণের সময় আওয়ামী সন্ত্রাসীরা প্রতিনিয়ত নেতাকর্মীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। সরকারি দলের এ হামলা অশুভ ইঙ্গিতেরই ইশারা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় কে বাধা দিচ্ছে তা স্পষ্ট করুন, তথ্যপ্রমাণ দিন। অভিযোগ সত্য হলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে।’

তিনি বলেন, ‘মানবিক কাজে বাধা প্রদান আওয়ামী লীগের নীতি নয়।

করোনার উচ্চঝুঁকি বিবেচনায় সরকার কিছু জেলা ও সিটি কর্পোরেশনের সুনির্দিষ্ট এলাকায় সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে জানিয়ে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন, এসব এলাকার জনসাধারণকে কঠোরভাবে সরকারি নির্দেশনা মেনে ও ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে।

সেতুমন্ত্রী বলেন, করোনার এই দুর্যোগে বাংলাদেশে সফররত চীনা বিশেষজ্ঞ টিম সরকারের নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের দায়িত্ব পালনের প্রশংসা করেছেন।

‘তারা নমুনা পরীক্ষা কম হচ্ছে বলে মত প্রকাশ করার পাশাপাশি জনগণের সচেতনতার অভাবের কথাও বলেছেন।’

ওবায়দুল কাদের স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সবাইকে মনে করিয়ে দিয়ে বলেন, এক সেকেন্ডের অবহেলা, হাত ধোয়ার ২০ সেকেন্ডের অলসতা ভয়ানক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করতে পারে।

সরকার জেলা পর্যায়ের হাসপাতালে আইসিইউসহ জরুরি সেবা সম্প্রসারণ ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি স্থাপনে উদ্যোগ নিয়েছে জানিয়ে সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকারের পাশাপাশি এ সংকটকালে বেসরকারি উদ্যোগও যোগ করতে পারে নতুনমাত্রা।

তিনি আরও বলেন, নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালে শয্যা সংখ্যা বাড়ানোর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্থাপন করা হচ্ছে কেন্দ্রীয় অক্সিজেন সরবরাহ সিস্টেম।

সেতুমন্ত্রী বলেন, সরকার নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও টেস্টিং কেপাসিটি এবং চিকিৎসা সক্ষমতা বাড়ানোর চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে ৬০ এর অধিক কেন্দ্রে টেস্ট করা হচ্ছে, প্রয়োজনে আরও বাড়ানো হবে।

এরই মধ্যে চিকিৎসা সরঞ্জাম সুরক্ষা সামগ্রীসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের।

এসময় তিনি করোনার লক্ষণ দেখা দিলে গোপন না করে নিকটস্থ কেন্দ্রে পরীক্ষা করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানান।

এর আগে ওবায়দুল কাদের নোয়াখালীতে স্থাপিত কোভিড হাসপাতালের জন্য ব্যক্তিগত তহবিল থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতরের তত্ত্বাবধায়ক মো. আবদুল হামিদের কাছে দুটি আইসিইউ ভেন্টিলেটর হস্তান্তর করেন।

করোনায় আক্রান্তরা চিকিৎসা পাচ্ছে না: রিজভী

করোনায় আক্রান্তরা সঠিক চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

তিনি বলেন, করোনার প্রশিক্ষণের জন্য যা করা দরকার তা বাজেটে নেই। বাজেটে মানুষ বাঁচানোর জন্য কোন পদক্ষেপ নেই। বরং মানুষ যাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে সে ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সত্যিকার অর্থে দেশে গণতন্ত্র থাকলে, সুষ্ঠু নির্বাচন হলে, জবাবদিহিতা থাকলে করোনার সংক্রমণে সারাদেশ সয়লাব হতো না।

রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বুধবার এক মানববন্ধনে তিনি এসব কথা বলেন।

‘২০২০-২১ অর্থবছরে গতানুগতিক উচ্চবিলাসী অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাজেট ভাবনা থেকে বেরিয়ে মানবকল্যাণে করোনা সংকটকালীন যথাযথ এবং বাস্তবসম্মত বাজেট প্রত্যাশা’ শীর্ষক ওই মানববন্ধনের আয়োজন করে ফিউচার অফ বাংলাদেশ।

রিজভী বলেন, প্রস্তাবিত বাজেট একেবারে শুভঙ্করের ফাঁকি। বাজেটের

মধ্যে ফুটে উঠেছে সরকারের নির্মমতা, নির্দয়তা। বাজেট পাস হওয়ার আগেই মোবাইল থেকে টাকা পাচার শুরু হয়েছে। এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যখাত। সে খাতে বরাদ্দ রাখা হয়েছে গতানুগতিক। বিশেষভাবে কিছু করা হয়নি।

তিনি বলেন, করোনা মোকাবেলা করতে গিয়ে আমরা দুর্নীতির মহোৎসব দেখলাম। সরকারের অদক্ষতা দেখলাম। আজকে মাক্স নেই, হাসপাতালে ভেন্টিলেটর নেই, অক্সিজেন নেই। এগুলো কিভাবে আনা যায়, এ অভাব কীভাবে পূরণ করা হবে তা বাজেটের মধ্যে নেই। এই বাজেট শুধুমাত্র মানুষকে বোকা বানানোর বাজেট।

রিজভী বলেন, করোনা মোকাবেলার জন্য ৭১ শতাংশ হাসপাতলে সুরক্ষা ব্যবস্থা নেই। আর না থাকার কারণে চিকিৎসা বিঘ্নিত হচ্ছে।

এই প্রস্তাবিত বাজেটের মধ্যে এর কোনো দিকনির্দেশনা নেই। বাংলাদেশের হাসপাতালে করোনা মোকাবেলায় ৮৬ শতাংশ নার্সদের প্রশিক্ষণ থাকা দরকার ছিল। তাদের সেই প্রশিক্ষণ নেই।

এরপর দুপুরে রাজধানীর শ্যামলী মোড়ে মোহাম্মদপুর ছাত্রদল আয়োজিত সাবেক প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ৩৯তম শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে খাদ্য বিতরণ করেন রুহুল কবির রিজভী।

এ সময় তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও দেশকে আত্মনির্ভরশীল করে গেছেন।

অল্প সময়ের মধ্যে দেশের সব সেক্টরের উন্নয়ন করেন তিনি। এজন্য দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র করে জিয়াউর রহমানকে হত্যা করেছে।

তিনি বলেন, জিয়া্উর রহমানকে হত্যা করে তার আদর্শকে হত্যা করা যায়নি। তার সততা দেশপ্রেম মানুষ ভুলে যায়নি। তার অবদান মানুষ কোনদিন ভুলবে না, সারা জীবন স্মরণ করবে। সূত্র-যুগান্তর

প্রধানমন্ত্রীর কাছে শুধু মন্ত্রী-এমপিদের জীবনের মূল্য আছে: রিজভী

কোভিড-১৯ মহামারী থেকে সুরক্ষার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে শুধু অতিগুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের (ভিআইপি) জীবনের মূল্য আছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

রোববার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনের দলীয় কার্যালয় থেকে এক ভার্চুয়াল সংবাদ ব্রিফিংয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

রিজভী বলেন, প্রধানমন্ত্রী তার দলের মন্ত্রী, এমপি, মেয়র, নেতা ও ভিআইপিদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিচ্ছেন। তাদের জন্য দ্রুততার সঙ্গে সিএমএইচ, এয়ার অ্যাম্বুলেন্স, হেলিকপ্টার, নিবিড় পরিচর্যাকেন্দ্র, ভেন্টিলেটরসহ সব সুবিধা নিশ্চিত করছেন। কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষ চিকিৎসা না পেয়ে রাস্তায় মারা যাচ্ছেb, প্রধানমন্ত্রী তাদের কোনো খবর নিচ্ছেন না।

‘কারণ জাতীয় নিশুতি রাতের নির্বাচনের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার মসনদে থাকতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো প্রয়োজন হয় না। তার কাছে শুধুই ‘ভিআইপি লাইভস ম্যাটার’, গরিব মানুষের জীবন উপেক্ষিত’-যোগ করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব।

করোনা পরিস্থিতিতে হাসপাতালগুলো আইসিইউ ব্যবস্থাপনায় অনিয়মের চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেন, রাজধানীতে কোনো হাসপাতালেই আইসিইউ বেড খালি নেই, কোনো কোনো বেসরকারি হাসপাতালে করোনার ওয়ার্ড খুললেও আইসিইউ বেড ও চিকিৎসার জন্য গলাকাটা দাম নিচ্ছে।

বিনাচিকিৎসা করোনা রোগীরা মারা যাচ্ছেন, অভিযোগ করে তিনি বলেন, তিন মাসে করোনা উপসর্গ নিয়ে অসংখ্য মানুষের মৃত্যু হয়েছে– যাদের মধ্যে সিংহভাগ মানুষ হাসপাতালে চিকিৎসা পাননি। বেঁচে থাকাবস্থায় নমুনা পরীক্ষার মাধ্যমে নিশ্চিত হতে পারেননি তারা করোনা আক্রান্ত কিনা।

প্রস্তাবিত বাজেটে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর ব্যয়বৃদ্ধির

প্রস্তাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রিজভী। বলেন, করোনা-উত্তর অর্থনৈতিক মন্দাকে কাটাতে বিভিন্ন দেশে সরকারি ব্যয় সংকোচনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। বিভিন্ন দেশের প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী নিজেদের ব্যয় কমিয়ে দৃষ্টান্ত করার চেষ্টা করেছেন। পক্ষান্তরে বাংলাদেশের ‘অনির্বাচিত সরকার’ হাঁটছে উল্টো দিকে। এই করোনাভাইরাসের সংকটের মধ্যেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার সরকারি অফিসের ব্যয় বাড়িয়েছেন ৯৫ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত বাজেটে প্রধানমন্ত্রীর অফিসের খরচের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৩ হাজার ৮৩৮ কোটি টাকা। গত বছর ৩ হাজার ৭৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পর ব্যাপক সমালোচনা হলেও সরকার এতে কর্ণপাত করেনি।

করোনা পরিস্থিতি ভয়ানক হয়ে উঠছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকারের সীমিত টেস্টের লুকোচুরি করা ফলেও শনাক্তের ৯৮তম দিনে এসে আক্রান্তের সংখ্যায় চীনকে ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ। মুখে ‘লকডাউন’ কাগজে-কলমে ‘সাধারণ ছুটি’, আবার কখনও কখনও কথিত ‘রেড জোন’, ‘ইয়েলো জোন’, ‘গ্রিন জোন’— এভাবে সরকারের একেকবার একেক ধরনের কথা পুরো পরিস্থিতিকে আরও ভঙ্গুর ও জটিল করে তুলেছে।

রিজভী বলেন, ‘অপ্রিয় বাস্তবতা হলো— সরকার নিজেও পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে পারছে না, কারও পরামর্শ কিংবা সহায়তাও নিচ্ছে না। কেউ সুপরামর্শ দিলে বা সহযোগিতা করতে চাইলে তাদের কটাক্ষ করা মজ্জাগত হয়ে গেছে ক্ষমতাসীন মন্ত্রী-নেতাদের। দেশের মানুষের জীবন নিয়ে সরকারের এ ধরনের হেয়ালিপূর্ণ আচরণ মেনে নেয়া যায় না।’

বগুড়ায় শহীদ জিয়াউর রহমান বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও গাবতলী শহীদ জিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন ও জিয়ার নামফলক মুছে ফেলা এবং মাগুরা জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা কৌশিক আহমেদ সোহাগের ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের হামলায় আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানান রিজভী।

যুগান্তর রিপোর্ট

ক্ষমতার ক্ষুধায় ফখরুলের হৃদয় হাহাকার করছে: কাদের

‘মানুষ ক্ষুধায় হাহাহার করছে’- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন বক্তব্যের জবাবে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন, উনি মানুষের ক্ষুধার হাহাকার কোথায় দেখছেন। বিএনপির হৃদয়ে ক্ষমতার ক্ষুধা, সে ক্ষুধার তীব্রতায় মির্জা ফখরুলের হৃদয়ে হাহাকার করছে।

মঙ্গলবার রাজধানীর সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবনে নিয়মিত ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন।

রাজনৈতিক অশুভ উদ্দেশে সত্যকে আড়াল করে অন্ধকারে ঢিল না ছুড়তে বিএনপির প্রতি আহ্বান জানান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক।

‘সারা দেশে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলা দেয়া হচ্ছে- বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুলের এমন বক্তব্যের জবাবে ওবায়দুল কাদের বলেন, কোথায় ঢালাওভাবে গ্রেফতার ও মামলা করা হচ্ছে, তার সঠিক তালিকা দিন।

তিনি বলেন, জনমানুষের প্রতি সরকারের দায়িত্বশীলতায় বিএনপির গা জ্বালা করছে। তাই এসব মিথ্যাচার করছে।

সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, কোভিড ১৯-এর এই সময়ে আওয়ামী লীগের এখন একটাই কর্মসূচি, তা হচ্ছে– অভিন্ন শত্রু করোনা মোকাবেলা করা।

তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, নিউজিল্যান্ড ও ভিয়েতনাম করোনামুক্ত হতে পারলে আমরা কেন পারব না? সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরাও পারব এবং সফল হব ইনশাআল্লাহ।

ওবায়দুল কাদের বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার ও গুজব রটানো হচ্ছে। এসব গুজব ভাইরাসের চেয়েও ভয়ঙ্কর।

তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে সংকটের সুদক্ষ ও সফল নেতৃত্ব বলে উল্লেখ করেন। বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ওপর আস্থা রাখুন।

তিনি বলেন, সরকারের সামনে এখন দুটি চ্যালেঞ্জ- একটি করোনা সংক্রমণ রোধ ও আক্রান্তদের চিকিৎসা; অন্যদিকে করোনাজনিত অসহায় ও দরিদ্র মানুষের সুরক্ষা করা।

তিনি বলেন, কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও চ্যালেঞ্জ উন্নয়নে শেখ হাসিনা সরকার নিরলসভাবে কাজ করছেন, এতে জনগণের আস্থাও রয়েছে। শুধু মিথ্যাচার করছে বিএনপি।

তিনি সরকারকে ঠেকাতে গিয়ে দেশের ক্ষতি না করতে বিএনপি নেতাদের প্রতি আহ্বান জানান। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুরে পৌর বিএনপি’র উদ্দেগ্যে ৪০০টি পরিবারকে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ।

শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৩৯তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে করোনা মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্থ, কর্মহীন ৪০০টি পরিবারের মাঝে মেহেরপুর পৌর বিএনপি’র উদ্দেগ্যে পৌর বিএনপি’র সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসের উপস্থিতিতে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি ও মেহেরপুর এক আসনের সাবেক সংসদ সদস্য জনাব মাসুদ অরুন।

উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, যুগ্ম-সম্পাদক আব্দুর রহিম, আরজুল্লাহ মাষ্টার বাবলু, সদর উপজেলা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপি’র অন্যতম নেতা শাহজাহান সাহান, পৌর বিএনপি’র যুগ্ম-সম্পাদক মনিরুল ইসলাম, হাফিজুর রহমান হাফি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, যুগ্ম-সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, নওশেল আহামেদ রনি, যুবদল নেতা মোঃ রাজিব শেখ, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের যুগ্ম-আহবায়ক খোরশেদ আলম দুখু, জেলা ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার, সদর উপজেলা ছাত্রদলের

আহবায়ক বখতিয়ার হোসেন বুলবুল, সদস্য সচিব শেখ রাসিদুল ইসলাম রাজন, মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক আকিব জাভেদ সেনজির, সদস্য সচিব আফিরুল ইসলাম প্রমূখ।

বাঁচলে বাঁচো,মরলে মরো, আমরা তো গদিতে আছি আরামে: রিজভী

‘অনির্বাচিত’ সরকারের কাছে জনগণের জীবনের ছিটেফোঁটাও মূল্য নেই বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।তিনি বলেছেন,জনগণ এখন তাদের গবেষণার গিনিপিগ।অবিবেচকের মত করোনা প্রাদুর্ভাবের মাঝেই সবকিছু খুলে দিয়ে এখন তামাশা দেখছে সরকার। তাদের ভাবখানা এমন-চরে খাও, বাঁচলে বাঁচো, মরলে মরো। আমরা তো গদিতে আছি আরামে’।

বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক ভিডিও কনফারেন্সে এসব কথা বলেন তিনি।
সরকারের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, যারা ক্রসফায়ার আর গুমের আদর্শিক চেতনায় লালিত তাদের কাছে জীবনের কোনো মূল্য নেই। টেস্টের অনুপাতে আক্রান্ত এবং মৃত্যুর হার সব দেশকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ। সকারের সীমাহীন ব্যর্থতার কারণে পরিস্থিতি দিন দিন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে। হিমালয় সমান ভুল সিদ্ধান্ত, অর্বাচীনতা, ব্যবসায়ী ও আমলাদের স্বার্থের কাছে নতজানুতা এবং সরকারের একটি ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আরেকটি ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়হীনতা মানুষের জীবনকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে।

সরকার দলীয় সিন্ডিকেটের পকেট ভরতে গণপরিবহনের ভাড়া বাড়িয়েছে এমন অভিযোগ করে রিজভী বলেন,ঘোষণা করেছিলেন বাস ভাড়া মনিটরিং করবেন।কোথায় সেই মনিটরিং-মোবাইল কোর্ট ? দুর্যোগকালে এমনিতেই সাধারণ মানুষ অর্থকষ্টে রয়েছে। কাজ-কর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকানপাট সবকিছু বন্ধ থাকায় গত কয়েক মাসে তাদের সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হয়েছে।তার ওপর পরিবহন ভাড়ার এই অকল্পনীয় নৈরাজ্য যেন প্রবল ঘুর্ণিঝড়ের মধ্যে মধ্য সাগরে লাইফ বোটবিহীন জাহাজের মত।

সেতুমন্ত্রীর উদ্দেশে তিনি বলেন, ওবায়দুল কাদের সাহেব নিশ্চয় জানেন, করোনা ভাইরাস আক্রান্ত বিশ্বের কোনো দেশে কোথাও গণপরিবহন ভাড়া এক টাকাও বাড়েনি। এমনকি প্রতিবেশী দেশ-যাদের সঙ্গে এই সরকারের নিবিড় সম্পর্ক তারাও ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছে। সুত্র-যুগান্তর

বিএনপি নিজেদের অফিসে নিজেরাই আগুন দেয়, কর্মীরা নেতাকে পিটায়: কাদের

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হাত দিয়ে আকাশ ঢাকার অপচেষ্টা আর মিথ্যাচার বিএনপির ঐতিহ্য বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

সোমবার সংসদ ভবনের সরকারি বাসভবন থেকে ভিডিও বার্তায় তিনি এসব কথা বলেন।

বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কথা সামনে এনে ওয়ায়দুল কাদের বলেন,‘আন্দোলন সংগ্রাম আর নির্বাচনে ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে বিএনপি জনগণের কাছে যেতে ভয় পায়। দুর্যোগকালে অসহায় মানুষের পাশে না থেকে ঘূর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ থেকে দূরে অবস্থান করে নিজেদের জনরোষ থেকে বাঁচাতে সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছে। দলের নেতাদের মধ্যে সমন্বয় নেই। নিজেদের অফিসে নিজেরা আগুন দেয়। কর্মীরা নেতাকে পিটায়, যারা নিজেরা নিজেদের মধ্যে সমন্বয় করতে পারে না, তারা আবার সমন্বয়ের কথা বলে? নিজেরা অসহায় কর্মহীন মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ হয়ে দায়িত্বহীন বক্তব্য রাখছে, বিষোদগার করছে, যা প্রকারান্তরে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা ও আক্রান্তদের মনোবল নষ্ট করছে।

তিনি বলেন, এদেশে দুর্যোগ গণমানুষের পাশে সবার আগে আওয়ামী লীগ ছুটে যায় এটাই আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য। নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে হাতের তালু দিয়ে আকাশ ঢাকার অপচেষ্টা আর মিথ্যাচার বিএনপির

ঐতিহ্য।

সরকারের কর্মকাণ্ড তুলে ধরে সেতুমন্ত্রী বলেন,বিশ্বব্যাপী শেখ হাসিনা সরকারের সংকট সমাধানের সাহসী ও মানবিক প্রয়াস প্রশংসিত হচ্ছে। আর বিএনপি খুঁজে পাচ্ছে সমন্বয়হীনতা। নিজেরা অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে নির্লজ্জভাবে ব্যর্থ হয়ে দায়িত্বহীন বক্তব্য রাখছে। বিষোদগার করছে, যা প্রকারান্তরে ফ্রন্টলাইন যোদ্ধা ও আক্রান্তদের মনোবল নষ্ট করছে। আমি সংকটে তাদের দায়িত্বশীল রাজনৈতিক ভূমিকা পালনের আহ্বান জানাচ্ছি। সূত্র-যুগান্তর

মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র খাদ্য বিতরণ

মেহেরপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে ৫শ’টি অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

জিয়াউর রহমান এর ৩৯ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উপলক্ষে ৫ শ অসহায় দুস্থ পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী তুলে মেহেরপুর জেলা বিএনপি’র সভাপতি মাসুদ অরুন।

শনিবার সকাল ৬ টার সময় মেহেরপুর জেলা বিএনপি র অফিস চত্বরে এ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করা হয়।

খাদ্য বিতরণকালে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা বিএনপির সভাপতি আমিরুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাস,
জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ, জেলা বিএনপির যুগ্ম-সম্পাদক আরজুল্লাহ মাস্টার বাবলু,
সদর উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শাহাবুদ্দিন মোল্লা, জেলা বিএনপির অন্যতম নেতা শাজাহান সাহান,জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ, জেলা সেচ্ছাসেবক দলের সহ-সভাপতি আজমল হোসেন মিন্টু,জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি মুশারফ হোসেন তপু, যুগ্ম-সম্পাদক সাইদুর রহমান সুজন, যুগ্ম-সম্পাদক নওশেল আহমেদ রনি,

মুজিবনগর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খোরশেদ আলম, জেলা ছাত্রদলের সহ-সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির,
সহ-সভাপতি তৌফিক এলাহী শাকিল, সাধারণ-সম্পাদক আলমগীর হোসেন, সাংগঠনিক-সম্পাদক সাঈদ বিন রফিক সিজার, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রদলের আহ্বায়ক ফাহিম আহনাফ লিংকন প্রমুখ।